প্রস্তাবনা-১৬

শিক্ষা মন্ত্রণালয়, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গনশিক্ষা মন্ত্রনালয়ের মধ্যে কার্যকর সমন্বয় করা হবে ।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের মধ্যে কার্যকর সমন্বয় বাংলাদেশের ক্রীড়ার সামগ্রিক উন্নয়নে এক অপরিহার্য ভিত্তি। এই তিনটি মন্ত্রণালয়ের লক্ষ্য ও কর্মপরিধি একীভূত হলে ক্রীড়া ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তন আনা সম্ভব।

এই কার্যকর সমন্বয়ের প্রধান প্রয়োজনীয়তাগুলো নিম্নরূপ:

প্রয়োজনীয়তার ক্ষেত্র	সমন্বয় না থাকলে সমস্যা	সমন্বয় নিশ্চিত হলে সুবিধা
১. তৃণমূল থেকে প্রতিভা অন্বেষণ	প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তর খেলাধুলায় সীমিত গুরুত্ব পায়, ফলে গ্রামে লুকিয়ে থাকা মেধাবী ক্রীড়াবিদরা চিহ্নিত হওয়ার সুযোগ পায় না।	শিক্ষা ও প্রাথমিক মন্ত্রণালয় খেলার মাঠ ও অংশগ্রহণের সুযোগ তৈরি করবে, আর যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় নিয়মিত প্রতিভা বাছাই ও উচ্চতর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে।
২. দ্বৈত কর্মজীবন পরিকল্পনা	খেলোয়াড়রা উচ্চ পর্যায়ে গেলে শিক্ষা ও খেলার মধ্যে সংঘাত সৃষ্টি হয়; হয় খেলা ছাড়তে হয়, নয়তো পড়াশোনা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।	শিক্ষা মন্ত্রণালয় খেলোয়াড়দের জন্য বিশেষ নীতিমালা (যেমন: পরীক্ষার নমনীয়তা, বিশেষ ছুটি) তৈরি করবে, যা তাদের শিক্ষা ও ক্রীড়া জীবন একসাথে চালিয়ে যেতে সাহায্য করবে।
৩. অবকাঠামো ও সম্পদের ব্যবহার	স্কুল ও কলেজের খেলার মাঠগুলি অব্যবহৃত থাকে অথবা স্থানীয় ক্লাবগুলো ব্যবহার করতে পারে না, ফলে সম্পদের অপচয় হয়।	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় যৌথভাবে মাঠের উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার জন্য একটি ব্যবহার নীতিমালা তৈরি করবে, যা সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করবে।
৪. শারীরিক শিক্ষার মান উন্নয়ন	শারীরিক শিক্ষা শুধুমাত্র একটি ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয় এবং এর মান শিক্ষক ও প্রশিক্ষণের অভাবের কারণে হ্রাস পায়।	সকল মন্ত্রণালয় মিলে শারীরিক শিক্ষার জন্য একটি অভিন্ন, আধুনিক ও বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষাক্রম চালু করবে এবং শিক্ষকদের উন্নত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে।
৫. বাজেট ও কর্মসূচির অপচয় রোধ	একই ধরনের ক্রীড়া কর্মসূচি বা অবকাঠামো উন্নয়নে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে আলাদাভাবে ও অকার্যকরভাবে অর্থ বরাদ্দ হতে পারে।	যৌথ পরিকল্পনা ও অর্থায়নের মাধ্যমে বাজেট বরাদ্দ আরও কার্যকর ও ফলপ্রসূ হবে, এবং অর্থের অপচয় রোধ হবে।
৬. স্বাস্থ্যকর যুব সমাজ গঠন	কেবল খেলাধুলা নয়, স্বাস্থ্য শিক্ষা, মাদকবিরোধী সচেতনতা ও পুষ্টি বিষয়ে কার্যকর উদ্যোগের অভাব থাকে।	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় যৌথভাবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সুস্থ জীবনধারা, শৃঙ্খলা ও সামাজিক দায়িত্ববোধ গড়ে তোলার জন্য কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবে।

এই তিনটি মন্ত্রণালয়ের সমন্বয় নিশ্চিত হলে, বাংলাদেশের ক্রীড়া শুধু জাতীয় পর্যায়ে নয়, আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও সফলতার নতুন দিগন্ত উন্মোচন করতে সক্ষম হবে।